কালিমাতুল্লাহ্

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ২০

(১)সপ্তাহের প্রথম দিন খুব ভোরে অন্ধকার থাকতে মগ্‌দলিনি মরিয়ম কবরের কাছে এলেন এবং দেখলেন যে, কবরের মুখ থেকে পাথরটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। (২)তাই তিনি দৌঁড়ে হযরত সাফওয়ান পিতর রা. ও অন্য যে-হাওয়ারিকে হযরত ইসা আ. মহব্বত করতেন, তার কাছে গিয়ে বললেন, "তারা হুজুরকে কবর থেকে নিয়ে গেছে এবং আমরা জানি না তারা তাঁকে কোথায় রেখেছে।"

(৩)তখন হযরত পিতর রা. ও অন্য হাওয়ারি বের হয়ে কবরের দিকে গেলেন। (৪)দু' জনই একসাথে দৌঁড়ে গেলেন কিন্তু সেই অন্য হাওয়ারি হযরত পিতর রা.-কে পেছনে ফেলে প্রথমে কবরের কাছে পৌঁছলেন। (৫)তিনি নিচু হয়ে ভেতরে তাকালেন এবং দেখলেন যে, লিনেন কাপড়ের টুকরোটি পড়ে আছে কিন্তু তিনি ভেতরে গেলেন না।

(৬)হযরত সাফওয়ান পিতর রা. তার পরে কবরের কাছে পৌঁছলেন এবং কবরের ভেতরে ঢুকলেন। (৭)তিনি দেখলেন, লিনেন কাপড়ের টুকরোটি সেখানে পড়ে আছে এবং যে-কাপড় দিয়ে হযরত ইসা আ. এর মাথা মোড়ানো হয়েছিলো, সে টুকরোটিও ভাঁজ করে আলাদাভাবে রাখা হয়েছে। (৮)তখন অন্য হাওয়ারি, যিনি প্রথমে কবরের কাছে পৌঁছেছিলেন, তিনিও ভেতরে গেলেন এবং দেখে বিশ্বাস করলেন। (৯)যদিও তারা তখনো পূর্বের কিতাবের একথা বোঝেননি যে, তাঁকে মৃত থেকে জীবিত হয়ে উঠতে হবে। (১০)এরপর হাওয়ারিরা তাদের বাড়ি ফিরে গেলেন।

(১১)কিন্তু মরিয়ম কবরের বাইরে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকলেন। কাঁদতে কাঁদতে নিচু হয়ে যখন তিনি কবরের ভেতরে তাকালেন, (১২)তখন দেখতে পেলেন, সাদা কাপড় পরা দু' জন ফেরেস্তা হযরত ইসা আ. এর দেহমোবারক যেখানে ছিলো, সেখানে বসে আছেন- একজন তাঁর মাথার দিকে এবং অন্যজন তাঁর পায়ের দিকে। (১৩)তারা তাকে বললেন, "হে নারী, তুমি কাঁদছো কেনো?" তিনি তাদের বললেন, "তারা আমার হুজুরকে নিয়ে গেছে এবং আমি জানি না তারা তাঁকে কোথায় রেখেছে।"

(১৪)একথা বলে তিনি যখন ঘুরলেন, তখন দেখলেন, হযরত ইসা আ. সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন কিন্তু তিনি তাঁকে চিনতে পারলেন না। (১৫)হযরত ইসা আ. তাঁকে বললেন, "হে নারী, তুমি কাঁদছো কেনো? তুমি কার খোঁজ

করছো?" তিনি তাঁকে বাগানের মালি মনে করে বললেন, "জনাব, আপনি যদি তাঁকে নিয়ে গিয়ে থাকেন, তাহলে আমাকে বলুন, আমি তাঁকে নিয়ে যাবো।"

(১৬)হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, 'মরিয়ম!' তখন তিনি ঘুরে হিব্রু ভাষায় তাকে বললেন, 'রাব্বুনি!' যার অর্থ ওস্তাদ। (১৭)হযরত ইসা আ. তাঁকে বললেন, "আমাকে ধরে রেখো না, কারণ আমি এখনো প্রতিপালকের কাছে যাইনি। তুমি আমার ভাইদের কাছে গিয়ে বলো, 'আমি আমার ও তোমার প্রতিপালক আল্লাহর কাছে যাচ্ছি।' " (১৮)ম°লিনি মরিয়ম গিয়ে হাওয়ারিদের জানালেন যে, "আমি হুজুরকে দেখেছি।" এবং তিনি তাকে যা যা বলেছিলেন তাও তাদের জানালেন।

(১৯)সেদিন অর্থাৎ সপ্তাহের প্রথম দিন সন্ধ্যায় হাওয়ারিরা একটি ঘরে জমায়েত হলেন। ইহুদিদের ভয়ে সেই ঘরের দরজা বন্ধ ছিলো। হযরত ইসা আ. ঘরের ভেতরে এসে তাদের মধ্যে দাঁড়ালেন এবং বললেন, "আস্সালামু আলাইকুম।" (২০)এরপর তিনি তাঁর দু' হাত ও পাঁজর তাদের দেখালেন। অতঃপর হাওয়ারিরা তাঁকে দেখে আনন্দিত হলেন।

(২১)হযরত ইসা আ. আবার তাদের বললেন, "শান্তি ও রহমত তোমাদের ওপর বর্তুক। আমার প্রতিপালক যেভাবে আমাকে পাঠিয়েছেন, সেভাবে আমিও তোমাদের পাঠাচ্ছি।" (২২)একথা বলে তিনি তাদের ওপর ফুঁ দিলেন এবং বললেন, "সত্যের রুহকে গ্রহণ করো। (২৩)যদি তোমরা কারো গুনাহ মাফ করে দাও, তাহলে তার গুনাহ মাফ করা হবে; আর যদি কারো গুনাহ ধরে রাখো, তাহলে তার গুনাহ ধরে রাখা হবে।"

(২৪)কিন্তু হযরত ইসা আ. যখন এসেছিলেন, তখন হযরত থোমা রা., যাকে জমজ বলা হয়, সেই বারোজনের একজন, সেখানে ছিলেন না। (২৫)তাই অন্য হাওয়ারিরা যখন তাঁকে বললেন, "আমরা হুজুরকে দেখেছি," তখন তিনি তাদের বললেন, "যতোক্ষণ না আমি তাঁর হাতে পেরেকের দাগ দেখছি ও আমার আঙুল পেরেকের গর্তে রাখছি এবং তাঁর পাঁজরে হাত দিচ্ছি, ততোক্ষণ পর্যন্ত আমি বিশ্বাস করবো না।"

(২৬)এক সপ্তাহ পরে আবার হাওয়ারিরা একটি ঘরে জমায়েত হলেন এবং হযরত থোমা রা.ও তাদের সাথে ছিলেন। যদিও ঘরের দরজা বন্ধ ছিলো, তবুও হযরত ইসা আ. ভেতরে এসে তাদের মধ্যে দাঁড়ালেন এবং বললেন, "আসসালামু আলাইকুম।" (২৭)অতঃপর হযরত থোমা রা.-কে বললেন, "তোমার আঙুল এখানে দাও এবং আমার হাত দুটো দেখো। হাত বাড়িয়ে আমার পাঁজরে তোমার হাত দাও। সন্দেহ করো না কিন্তু বিশ্বাস করো।" (২৮)হযরত থোমা রা. তাঁকে বললেন, "মনিব আমার, মালিক আমার!" (২৯)হযরত ইসা আ. তাকে বললেন, "তুমি আমাকে দেখেছো বলে কি ইমান আনছো? ভাগ্যবান তারা, যারা আমাকে না দেখেই ইমান আনে।"

(৩০)হযরত ইসা আ. তাঁর হাওয়ারিদের সামনে চিহ্ন হিসেবে অনেক মোজেজা দেখিয়েছিলেন, যা এই কিতাবে লেখা হয়নি। (৩১)কিন্তু এসব এখানে লেখা হলো, যেনো তোমরা ইমান আনতে পারো যে, হযরত ইসা আ.ই একান্ত প্রিয় মনোনীতজন, অর্থাৎ আল্লাহর মসিহ এবং তাঁর ওপর ইমান এনে তাঁর নামে নাজাত পেতে পারো।